অভিজ্ঞতার আলোকে জন্ম নিয়ন্ত্রণ?

পারভীন কিবরিয়া

জীবন যেমন ভালো-মন্দ মিশিয়ে এগিয়ে চলে তেমনি এখানে গণিত শাস্ত্রের মত চুলচেরা হিসাব মিলে না। সময়ের সাথে তাল মিলাতে গেলে চোখ কান খোলা রাখা প্রত্যেকেরই ধর্ম হওয়া উচিৎ। কেননা আবহমান সময়ে মানুষ কিংবা যেকোন জীবজন্তুকেই তার বয়স অনুযায়ী কর্মক্রিয়া সম্পাদন করতে হয়। তবে মানুষ উচ্চতর প্রাণী হিসাবে কিছুটা সুবিধা ভোগ করে থাকে যেমন দেরীতে বিয়ে করা, দেরীতে বাচ্চা করা, বাচ্চা নষ্ট করে দেয়া কিংবা আদৌ বাচ্চা জন্ম না দেয়া সবই মানুষের নিয়ন্ত্রনাবীন।

মানুষের জীবনের বৈশিষ্ট পর্যালোচনা করলে দেখা যায় একটি মেয়ে ১০ বৎসর বয়সেই সন্তান ধারন করতে পারে। আবার ৬০ বৎসর বয়সেও কোন মা সুস্থ সন্তান জন্ম দিতে পারে। ছেলেদের ক্ষেত্রে অবশ্য ব্যতিক্রম রয়েছে, ১৪ বৎসরের ছেলে যেমন অনায়াসে বাবা হতে পারে তেমনে ৯০ বৎসরেও বাবা হওয়ার নজির রয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে প্রকৃতি এখানে ছেলেদেরকে আর্শিবাদ করেছে তবে ভয় নেই একজন ভালো মায়ের সম্মান দুনিয়ার সর্বত্রই রয়েছে। যাক যা বলছিলাম পৃথিবীতে কখন প্রথম মানুষ এসেছিল তার যদিও সঠিক হিসাব জানা নেই তবুও মানুষের প্রয়োজন কখনোই হ্রাস পাবে না।

কৌতুহল এবং পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে মানুষ বহু শতাব্দী পূর্বেই জন্ম নিয়ন্ত্রণ বিষয়টি সম্বন্ধে পরিচিত ছিলেন। এর উদাহাণ মুসলিম সম্প্রাদায়ের নবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এর উক্তি তোমরা আজল কর।

মানুষের সংখ্যা বাড়ানো কিংবা কমানো ডাক্তারদের গবেষনার বিষয় হওয়াতে বর্তমান যুগের মানুষেরা জন্ম নিয়ন্ত্রণ করতে পারদর্শী হয়েছেন কারণ বড়ি এবং অন্যান্য সামগ্রী যা জন্মকে রোধ করতে পারে তা সহজ লভ্য। এতে সব সময় যে সুবিধা রয়েছে তা নয়, সুখের বিপরীত শব্দ যেমন দুঃখ তেমনি জন্ম নিয়ন্ত্রণ ও হচ্ছে কন্টকময়।

অকালে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের ধনী মায়ের সন্তান সংখ্যা কমে যাচ্ছে একটি বা দু'টি সন্তান নিয়েই তারা ক্ষ্যান্ত। তারা মনে করেন সন্তানকে নিজের মনের মত করে মানুষ করবেন কিন্তু সত্যিকার অর্থে ক'জন পিতা-মাতা তা পারেন? কোন মা-বাবাই সন্তানকে সকল প্রকার শিক্ষা দিতে পারে না, শিক্ষা গ্রহনকারী নিজ বুদ্ধি বিবেচনা দিয়েই আপন ভূবন রচনা করে এবং সেটা আর দশজন কর্তৃক গ্রহন যোগ্য কিনা বিচার সাপেক্ষ। যাদের একটি মেয়ে সে সর্বদাই একজন সঙ্গী হিসাবে আরেকটি বোনের জন্য কাঙাল থাকে তেমনি একটি ছেলে ও আরেকটি ভাই এর জন্য স্বপ্ন দেখে, আবার দুটি মেয়ে বা দুটি ছেলের বোন বা ভাই এর আকাঙ্খা কখনই যায় না।

তাহলে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের এক বিশাল জনগোষ্ঠি ইচ্ছে করেই কত গুলো সমস্যা কাধে তুলে নিচ্ছেন, অথচ জন্ম নিয়ন্ত্রণ করেও ৩/৪টি সন্তানের পিতা-মাতা হাওয়া যায়। এর পর তো রয়েছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ অসুখ বালাই অবশেষে একমাত্র সন্তান মরে গেলো কিনা। দু'টি সন্তান ঠিকমত বড় করতে পারলে কি'না, হয়ত চারটি সন্তানই কোন একদিন নিজের চেষ্টায় জীবিকা উপার্জন করছে এতো আল্লাহর দান ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই বলছি অতি স্বার্থপরতা কি যুক্তি সংগত?

জন্ম নিয়ন্ত্রণের সুবিধার্থে মেয়েরা মনে করে সে যখন চাইবে তখনই মা হতে পারবে কথাটা সত্য নয়। প্রত্যেক মানুষেরই শারীরিক গঠন কিংবা বংশাবলী ভিন্নবলে কার কখন জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা চলে যায় বলা কঠিন। তাই পশ্চাৎ সমাজের অতি আধুনিকার মত চিন্তা না করে সময়ে ইচ্ছা সাধন করা শ্রেয় নয় কি? কথায় বলে সময়ের এক ফোঁড় অসময়ের দশ ফোঁড়। এতে স্পাম ব্যাংকে যেতে হয় না কিংবা সারোগেট মাও খুঁজতে হয় না। যারা সময়মত সন্তান প্রসব করেন ১৬-৩৫ এর মধ্যে তাদের বাচ্চা সুস্থভাবে জন্ম নেয়ার সম্ভবনাই বেশী। বৃষ্টির পর প্রকৃতি যেমন সূর্যের কিরনে হেসে উঠে তেমনি সন্তান জন্মের পর মায়ের শরীরটাও হেসে উঠে অথচ আজ জন্ম রুদ্ধ করে অনেক মাকে অকালে ঝড়ে পড়তে হয় কিন্তু কেন? জন্ম দেয়া তো স্বাভাবিক ঘটনা, ইতিহাস সাক্ষী দেয় পুরাতন সোভিয়েট ইউনিয়নে এক মহিলা ৬৫ টি জীবিত সন্তান জন্ম দিয়েছিলেন আর এদের বেশীর ভাগই ছিল যমজ সন্তান। আমাদের মা-চাচীদের দিকে তাকালেও দেখা যায় তাদের মধ্যে ব্রেষ্ট ক্যান্সার, ওভারিয়ান ক্যান্সার কিংবা ইউটেরাসে ক্যান্সার ছিল না বললেই চলে। তাই একটি বা দু'টি সন্তান নয় কারণ বৃহত্তর পৃথিবীতে চলার জন্য যে শিক্ষার প্রয়োজন তা এসব বাচ্চারা নিজ পরিবার থেকে অর্জন করতে পারে না ফলে জীবনে অনেক ভুগতে হয়। তাছাড়া ছেলে-মেয়ে বেশিও ঠিক না থাকলে অচিরেই দেখা যাবে ইসলামের প্রথা অনুযায়ী ১ স্বামী ৪ বিবি আমাদের ঘরেই নিজ স্থান করে নিয়েছে সেটা আমেরিকাসহ আরও অনেক দেশেই বর্তমানে প্রচলিত। তাহলে আসুন- ঘর বাঁধি, স্বপ্ন দেখি এবং আমাদের বাচ্চাদের জন্য মামা, চাচা, খালা, ফুফুর ভালোবাসা দিয়ে ঘর তৈরি করি।

.....

Date: 27 September 2012, Melbourne, Australia